ইতিহাসের কষ্টিপাথরে সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী

অভিযোগ:
হান্টার সাহেব লিখেছেন, “তিনি [সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ)] ফিরে এলেন আব্দুল ওহাবের এক গোঁড়া শাগরিদ হিসাবে” এবং “সৈয়দ আহমদ সাহেব ওহাবী নেতা আব্দুল ওহাবের একজন নিষ্ঠাবান মুরীদ রুপে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।”

সত্যের খাতিরে বলতে হয় হান্টার সাহেবের এই অভিমত সঠিক নয়। কেননা, তথাকথিত ওহাবী নেতা আব্দুল ওহাব নজদী ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। একথা হান্টার সাহেব স্বীকার করেছেন। সুতরাং সৈয়দ আহমদ শহীদের হজ্বে যাওয়ার প্রায় ৫০ বছর আগে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী মারা যান। তাহলে সৈয়দ আহমদ শহীদের সহিত মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর যোগাযোগ হল কোথায় যে তিনি ওহাবী নেতার হাতে মুরীদ হবেন?
ঐতিহাসিক Philip K. Hitti তাঁর History of the Arabs গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর মৃত্যুকাল নির্ণয় করেছেন ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে। তাহলেও তারিখ হিসাবে দেখা যায় সৈয়দ আহমদের হজ্বে যাওয়ার প্রায় ৩০ বছর আগে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী মারা যান। সুতরাং হান্টার সাহেবের মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের নিকট সৈয়দ আহমদ শহীদের মুরীদ হওয়ার ঘটনা নিতান্তই জাল ও বানোয়াট।
এখন যদি বলেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর কট্টর শিষ্যদের কাছে ওহাবিয়তের পাঠ গ্রহণ করে, সুতরাং উনি শিষ্যের শিষ্য। হান্টার সাহেবের ঐ বক্তব্য থেকে তাও প্রমাণিত হবে না। কারণ তিনিই এক জায়গায় লিখেছেন,

“সর্বশেষ মিশরের মুহাম্মাদ আলী পাশা ওহাবীদেরকে বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হলেন । ১৮১২ সালে পাশার পুত্রের অধীনস্ত সেনায়ক টমাস কীথ গোলার মুখে মদিনা দখল করলেন । ১৮১৩ সালে মক্কাও ওহাবীদের হস্তচ্যুত হল । আর পাঁচ বছর পরে অলৌকিকভাবে উত্থিত বিরাট শক্তি মরুভূমির বালুর পাহাড়ে বিলীন হয়ে যাবার মত কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল ।” (The Indian Musalman, Page. 52)

এখানে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) এর হজ্বে যাবার আগেই আরবের ওহাবীরা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। তাই সৈয়দ আহমদ শহীদের ওহাবী মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন কার কাছে?
আসলে হান্টার সাহেব সৈয়দ আহমদ শহীদের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ বক্রোক্তি করতে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। কথায় বলে, মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তির ঠিক থাকে না।

মি হান্টার সাহেব তথা ব্রিটিশ লেখকের অনুকরণে ভারতের অধীকাংশ ঐতিহাসিক সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ) কে ‘ওহাবী নেতা’ বলেই চিহ্নিত করেছেন। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে হান্টার সাহেব তথা ইংরেজ লেখকদের সৈয়দ আহমদ শহীদ তথা তাঁর দলবলকে ‘ওহাবী’ রুপে চিহ্নিত করে তাঁদের কি লাভ হয়েছিল?
এতে তাঁদের স্বার্থই বা কি ছিল?
উত্তর : একটাই ইংরেজরা Divide and Rule policy নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। এই জঘন্য নীতির অনুসরণ করেই ইংরেজরা ভারতে প্রায় দুই শত বছর রাজত্ব করেছে। তখন আরবে নজদী ওহাবী দলের বাড়াবাড়িতে শুধু আরব নয় সমগ্র মুসলিম জাহানও বিক্ষুব্ধ হয়ে উটেছিল। তখন সৈয়দ আহমদ শহীদ ও তাঁরা অনুসারীরা মুক্তি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা বানচান করার জন্য মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টির দরকার ছিল। তাই মি হান্টার সাহেব তথা ইংরেজরা ভারতীয় মুসলমানদের বোঝাতে লাগলেন, জেহাদীরা আসলে আরবের কুখ্যাত ওহাবী নেতা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাব নজদীর দল যারা কুরআন ও সুন্নত জীবিত নাম করে হাজার হাজার আলেম-উলামাদের হত্যাকারী ও সাধারন মুসলমান যারা তাদের মাযহাব মানে না তাদের মুশরিক ও কাফের ফতোয়া প্রদানকারী। ওরা মুসলমানদের রক্তে হোলী খেলার দল, যারা রাজ্য লিপ্সায় মত্ত হয়ে মক্কা ও মদিনায় বিদ্রোহ ঘোষনা করে, যারা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে পবিত্র হারামাইন শরিফাইন অর্থাৎ মক্কা মদিনা এবং হারাম শরীফের বাসিন্দাদের উপর অকথ্য আক্রমন করে এবং তাণ্ডবলীলা চালায়। ওরা আওলিয়া এমনকি সাহাবায়ে কেরামদের কবরগুলি পর্যন্ত মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। মাযহাব মান্যকারী মুসলমান উলামাগণকে হত্যা করে। তাদের মাল আসবাবপত্র লুটতরাজ করে এবং তাদের মাল লুণ্ঠন করাকে হালাল বলে ফতোয়া দেয়।
তাই আরবের ওহাবীদের শিষ্য সৈয়দ আহমদ শহীদের দলে সামিল হয়ে আন্দোলন করা ভারতীয় মুসলমানদের আদৌ উচিৎ নয়। এই প্রচার কার্যের জন্য ব্রিটিশরা ভারতের কিছু দুর্বলমনা ও দরিদ্র ও স্বার্থপর আলেমকে ব্যাবহার করেছিল। এমনকি সেই দুনিয়ালোভী স্বার্থপর আলেমরা ইংজেরদের প্ররোচনায় সেই জেহাদী আন্দোলনের নেতাদেরকে কাফের বলেও ফতোয়া দেয় যাতে যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে জেহাদী আন্দোলনে শরীক হয়ে ব্রিটিশ বিতাড়নে তৎপর না হয়ে উঠে। জার্স্টিস আব্দুল মওদুদ লিখেছেন,

“জিহাদী আন্দোলনকে ইংরেজরা ‘ওহাবী’ বলে আখ্যায়িত করেছে পাক ভারতীয় মুসলমানদের সাহানাভূতি নষ্ট করে তাদের প্রতি বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ জাগাবার দুরভিসন্ধি মূলে। এবং ইংরেজরা এ প্রয়াসে এক শ্রেণীর মোল্লা-মওলবীকে

হাতিয়ার হিসাবে ব্যাবহার করেছিল প্রচারণা কার্যে।” (ওহাবী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-১৪৬)

ঐতিহাসিক শান্তিময় রায় লিখেছেন,

“ ‘ওয়াহাবি’ কথাটি একটি ভূল প্রয়োগ। অনেক মুসলমান এদের অমুসলমান বলে গণ্য করেন। আসলে বৃটিশরাই তাদের দূরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য তাঁদের ‘ওয়াহাবী’ বলে যেমন তারা পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে বলত।” (ভারতের মুক্তি আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান, পৃষ্ঠা-৪)

ঐতিহাসিক সত্যেন সেন লিখেছেন,

“দীর্ঘ শতাব্দী ব্যাপি এই বৃটিশ বিরোধী জিহাদের স্রষ্টা, পরিচালক ও মূল প্রাণশক্তি যিনি, সেই সৈয়দ আহমদের নাম আজকাল কজনই বা জানে? অথচ এই আন্দোলন ওয়াহাবী আন্দোলন নামে দেশের শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে সু-পরিচিত, কিন্তু এ কথাটি সত্য নয়। বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ ঐতিহাসিকদের দ্বারা এই বিচিত্র নাম করণের ফলে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা আজও আমরা এতকাল ধরে সেই আন্দোলনকে অযথা ‘ওয়াহাবী আন্দোলন’ বলে আখ্যা দিয়ে আসছি।” (বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা, পৃষ্ঠা-১১/১২)

ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন,

“ভারতবর্ষ যে অনুরুপ (ওহাবী আন্দোলন) হয়, তাহার সহিত ওহাবীদের কোন সম্বন্ধ ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী যখন ভারতে এ আন্দোলন প্রবর্তন করেন, তখনও তিনি আরব দেশে যান নাই । ইহার সহিত ওহাবী মতের কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্মমূলক হইলেও ইহার সহিত বিনষ্ট মুসলমান রাজশক্তি উদ্ধারের আশা – আকাঙ্খা ছিল না, তাহা বলা যায় না। সুতরাং এই আন্দোলনকে এক হিসাবে বৃটিশ রাজত্বে মুসলমানদের প্রথম মুক্তি – সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।” (History of Freedom Movement. iii)

সুতরাং সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী ও তাঁর অনুসারীরা কোনদিনই ওহাবী দলভূক্ত ছিলেন না। আসলে সৈয়দ আহমদ শহীদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবীর অগ্নিমন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সংস্কার কার্যে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী ‘তরিকা-ই-মুহাম্মাদীয়া’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেন। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সংস্কার কার্য। এম. মুনিরুজ্জামান লিখেছেন,

“আরবের আব্দুল ওহাব প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলনের সাদৃশ্য থাকায় বৃটিশরা এবং এ আন্দোলনের বিরোধীরা এই ‘ওহাবী’ লেবেল এঁটে এ আন্দোলনকে জনসমক্ষে হেয় করতে চেয়েছিলেন।” (উপমহাদেশের মুসলমান, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২)

বিভ্রান্তি নয় সত্যটা জানুন , ধন্যবাদ